জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০·০—

বহু পরীক্ষিত ও উচ্চ প্রশংসিত

শিরোরোগান্তক তৈল

ও

শিরোরোগান্তক ঔষধ

উর্দ্ধশ্লেষ্মাজনিত মাথা ভার, মাথা কামড়ান এই তৈল ও ঔষধব্যবহারে প্রশমিত হয়। মূল্য তৈল এক শিশি ২৷৷০ টাকা ঔষধ ২ সপ্তাহ ১৲ টাকা।

চ্যবনপ্রাশ ৵১ সের (৮০ তোলা) ১০৲ টাকা

মকরধ্বজ ১ তোলা ৮৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন

(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)

মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩৫৬ ইংরাজী 8th June 1949 { ৪র্থ সংখ্যা

সাবানের সেরা

রায়সন সাবান

ব্যবসাদারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত—

রায়সন কেমিক্যাল কোং

খাগড়া

(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

বরফ

বাজারে বাহির হচ্ছে

স্থানীয় এজেন্সীর

ও

অন্যান্য সর্ত্তাবলীর জন্য

খোঁজ লউন।

বিনীত—

বহরমপুর আইস্ কোং

খাগড়া

(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

১৯০৭—১৯৪৭

'স্বদেশী যুগে'র প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী 'হিন্দুস্থান'-এর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল,—জীবন-বীমার দ্বারা ব্যক্তি ও জাতির আর্থিক-উন্নতি সাধন করা। এ বিষয়ে 'হিন্দুস্থান' পূর্ব্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্ব্বান্তরিক সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহা আজ ভারতের অন্যতম সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের সোসাইটির অসামান্য সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নূতন বীমা	...	১২	কোটি	৩১	লক্ষ	টাকার উপর
মোট চল্‌তি বীমা	...	৫৫	,,	৬৩	,,	,, ,,
প্রিমিয়ামের আয়	...	২	,,	৬১	,,	,, ,,
বীমা তহবিল	...	১০	,,	৬৩	,,	,, ,,
মোট সংস্থান	...	১১	,,	৬৪	,,	,, ,,
দাবী শোধ [১৯৪৭]	...	প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা				

কিন্তু হিন্দুস্থানের গর্ব্ব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে, সে যে তাহার অকুণ্ঠ সেবা দ্বারা অসংখ্য পরিবারের অর্থসংস্থান করিয়া দিতে পারিতেছে, ইহাই তাহার প্রকৃত গর্ব্বের বিষয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড.

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন ১৩৫৬ সাল

চোরের পদোন্নতি

—:*:—

কবিবর মহাত্মা তুলসীদাস বহুদিন পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন—

সাচ্ কহে তো মারে লাঠ্ঠা
ঝুটি জগৎ ভুলায়।
গো-রস গলি গলি ফিরে
সুরা বৈঠল্ বিকায়।
চোর কো ছোড়ে সাধকো বাঁধে
পথিক কো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরী তামাসা
দুখ লাগে আউর হাঁসি।

অর্থ—সত্যকথা যে বলে তাকে লাঠির প্রহার খাইতে হয়। মিথ্যা কথায় জগৎ ভোলে। দুগ্ধ বিক্রেতা "দুধ নেবে গো, দুধ নেবে গো" বলিয়া গলি গলি ফিরিতেছে। মদ্য বিক্রেতা বসিয়া বসিয়া মদ বিক্রয় করিতেছে। চোরকে ছাড়িয়া দিয়া সাধুকে বন্ধন করিতেছে। পথিককে বিনা দোষে ফাঁসে ফেলিতেছে। এই সব দেখিয়া কবি বলিতেছেন—রে কলিযুগ! তোর তামাসা দেখিয়া দুঃখও হইতেছে হাসিও পাইতেছে।

১৬৩১ সংবতে সাধু তুলসীদাস তাঁহার হিন্দী রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমান বর্ষে সংবৎ ২০০৬।২০০৭। উল্লিখিত দোঁহা যদি সেই সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা ৩৭৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই সময়ে যদি দেশের দশা ঐ প্রকার থাকে, বর্ত্তমানে অনুমান করুন উহার কত উন্নতি হইয়াছে।

সরকার অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি নিবারণ জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে শান্তি শৃঙ্খলা সুনীতি স্থাপনার্থে বহু বিভাগে বহু লোক নিয়োগ করিয়াছেন। ফলে কি হইতেছে তাহা সকলেই অনুধাবন করিতেছেন। প্রত্যেক বিভাগেই বিভাগ বণ্টনের ব্যবস্থা প্রকাশ্য দিবালোকে চলিতেছে। কে কাহাকে ধরিবে!

কেন এমন হয়? দেশে কি সুনীতি-সম্পন্ন লোক নাই? একজন হাস্যরসিক ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন—সুনীতি-সম্পন্ন (moralist—মরালিষ্ট) লোক না থাকা নয়, তবে তাদের নাম মড়া-লিষ্টেই আছে, জ্যান্ত লিষ্টে তাদের নাম দেখিতে পাইবেন না।

বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় এক খৃষ্টধর্ম্মযাজক পাদরী সাহেব ছিলেন। তাঁহার একখানি টম-টম ও একটী ঘোড়া ছিল। ঘোড়ার জন্য সহিস রাখিতে হইয়াছিল। সহিস ঘোড়ার কাজ খুব ভাল জানে। ঘোড়াকে দলাই, মলাই, খর্‌রা বুরুস্ রীতিমত করিয়া থাকে। দুবেলা ফরাকৎ স্থানে হাওয়া খাওয়াইয়া বেড়ায়। সহিস ঘোড়ার যত্ন করা ব্যাপারে খুব তৎপরতা দেখাইয়া সাহেবের দেল খোস করে। ঘোড়ার যে দানা বরাদ্দ আছে সহিস তাহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া দু' পয়সা উপরি রোজগার করে। ঘোড়ার দানা কম হওয়ায় ঘোড়াটী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পাদরী সাহেব ঘোড়াকে ভাল ভাল ডাক্তার ডাকিয়া দেখাইলেন। প্রত্যেকেই মত দিলেন—ঘোড়ার কোনও ব্যারাম নাই। একজন ডাক্তার সাহেবকে গোপনে বলিলেন—বোধ হয় সহিস দানা চুরি করে। একটু নজর রাখিবেন। পাদরী সাহেব একদিন সহিসের অনুপস্থিতিতে তাহার (সহিসের) ঘর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন—সহিসের তক্তাপোশের নীচে দুটী টিন ভরা শুক্‌নো ছোলা। সহিস আসিলে সাহেব তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া গিয়া টিন দুটী বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ কোন্ চিজ হ্যায়?'

সহিস—হোজুর, হামারা কুছ্ জবাব নেহি।
ক্যা বোলেঙ্গে? বা-মাল পাক্‌ড়া গিয়েঁ।

সাহেব—তোমারা জবাব। চোট্‌ঠা নাহি রাখেঙ্গে।

সাহেব সহিসের পাই পয়সা বেতন মিটাইয়া দিলেন।

সহিস—হোজুর! দুসরে মনিব কা পাশ যেইসে হামরা নোকরী মিলে, মেহেরবানী কর্‌কে এগো সার্টিক-পিটিক (সার্টিফিকেট) দিজীয়ে।

সাহেব—ক্যা সার্টিফিকেট দেগা? তোম চোট্‌ঠা হ্যায়। হাম কুছ্ নাই দেঙ্গে।

সহিস—হোজুর! ওহি বাৎ লিখ্ দিজীয়ে—সহিস ঘোড়াকা কাম আচ্ছা জান্‌তা হ্যায়। বা কি চোর হ্যায়। ঘোড়াকা দানা চোরী কিয়া—উসি ওয়াস্তে ইস্‌কা জবাব দিয়া। আপ্ পাদরী হ্যায় সাচ্ বাত লিখ্ দিজীয়ে।

সাহেব আর কোন আপত্তি করিলেন না। সহিস সাহেবের সার্টিফিকেট লইয়া তাঁহাকে এক সেলাম দিয়া বিদায় হইল।

তখন কলিকাতায় ধর্ম্মতলা অঞ্চলে কুক সাহেবের আড়গড়া, হার্ট ব্রাদার্সের আড়গড়ার মত আস্তাবল ছিল। এই সব আস্তাবলে ৫০০।৭০০ ঘোড়া থাকিত। লোকে ভাড়া দিয়া ঘোড়া পাইত। সহিস এই রকম এক আড়গড়ায় গিয়া, ম্যানেজার সাহেবকে সেলাম দিয়া চাকরী প্রার্থী হইল।

ম্যানেজার—তোম্ কৌন্ কাম্ জান্‌তা হ্যায়?

সহিস—হোজুর! হাম্ সহিস

ম্যানেজার—তোমারা কুছ সার্টিফিকেট হ্যায়

সহিস—হ্যায় হোজুর!

পাদরী প্রদত্ত সার্টিফিকেটখানি সহিস ম্যানেজারের হাতে দিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। ম্যানেজার সাহেব সার্টিফিকেটখানি পড়িয়া একটু মুচকি হেসে সহিসকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। যখন সব লোক চলিয়া গেল তখন সহিসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

ম্যানেজার—তোম্ দানা চোরী করনে সাক্‌তা হ্যায়?

সহিস—হোজুর! উসি ওয়াস্তে মেরী নকরী ছুট্ গিয়া।

ম্যানেজার—হামারা অস্তাবলমে যো সর্দ্দার সহিস হ্যায়, হারামজাদ বুড্‌ঢা পাঁচ ওক্‌ত নমাজ পড়তা হ্যায়। বোল্‌তা হ্যায়—উপ্পর খোদা হ্যায়। ও কাম হাম্‌সে হোগা নেহি। কাল্‌সে উস্‌কো "ইন্‌ভ্যালিড্" (অক্ষম) বোল্‌কে বরখাস্ত করে গা। তোম্‌কো সর্দ্দার সহিস বানা দেগা। পান্‌সো ঘোড়া হ্যায়। তোম্‌সে হামসে বখরা হোগা —মেরে দশ আনা তুমারা ছ' আনা।

সহিস—হোজুরকা বিচার হ্যায়। বান্দা ইস্‌মে বহুৎ খুসী।

সহিস একটী ঘোড়ার দানা চুরি করিয়া চাকরী খাওয়াইয়াছে। এখন ৫০০।৭০০ ঘোড়ার দানা তার হাতে। ২ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় একটী বাড়ী করিল। একদিন ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া সর্দ্দার সহিসের পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া যাইতে যাইতে তাহার সাবেক মুনিব পাদরী সাহেবকে দেখিয়া সেলাম করিতেই; পাদরী তাহার চোর সহিসের

পদমর্য্যাদা দেখিয়া অবাক হইয়া বলিলেন—সহিস, তোম্ তো বড়ে কোম্পানি কা সর্দ্দার সহিস বন্ গিয়া।

সহিস—হোজুর কা সার্টিকপিটিক মে।

পাদরী—হাম্ তো তোম্কো দানা-চোর লিখ্ দিয়া। উসি মে নোকরী হুয়া?

সহিস—হোজুর আপ্ ঘোড়াকা মালিক হ্যায়, আপ্কা ঘোড়া ডুব্লা হো যাতা। ঘোড়াকা দরদ বুঝকে চোঠ্ঠা সহিস কো জবাব দিয়া। যাঁহা ঘোড়াকা মালিক নেহি হ্যায়, নোকর নোকর খাটাতা হ্যায়। আউর বড় নোকর ভি রিশবৎ (ঘুস) খানেবালা হ্যায় তাঁহা মেরা মাফিক চোঠ্ঠাকা সুবিস্তা।

এই সহিসের পদোন্নতি দেখিলেই কালের মাহাত্ম্য আর দেশের দশা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২০শে জুন ১৯৪৯

১৯৪৯ সালের ডিক্রীজারী

১০৭ খাং ডিঃ বাগচী এষ্টেটের কমন ম্যানেজার রণেন্দ্র-নারায়ণ বাগচী দেং আবদুল রকিব সেখ দিং দাবি ১৬৷৵৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে বড়গড়া ১-৮ শতকের কাত ৩৵০ আঃ ৫৲ খং ৩২৮

১০৮ খাং ডিঃ ঐ দেং সাবেরা খাতুন বিবি দিং দাবি ১৬৷৩ থানা ঐ মৌজে খেরুর ২-২ শতকের কাত ৩।৵৬ আঃ ৫৲ খং ২২৮

১১৭ খাং ডিঃ ঐ দেং নজিরুন্নেসা বিবি দিং দাবি ১৪৵০ থানা ঐ মৌজে বড়গড়া ৭০ শতকের কাত ২৲ আঃ ৫৲ খং ৩৬৭

১১৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১১৷০ মৌজাদি ঐ ৪৪ শতকের কাত ১।০ আঃ ৫৲ খং ৩৬৮

অস্ত্র-বর্জ্জন (স্বপ্ন)

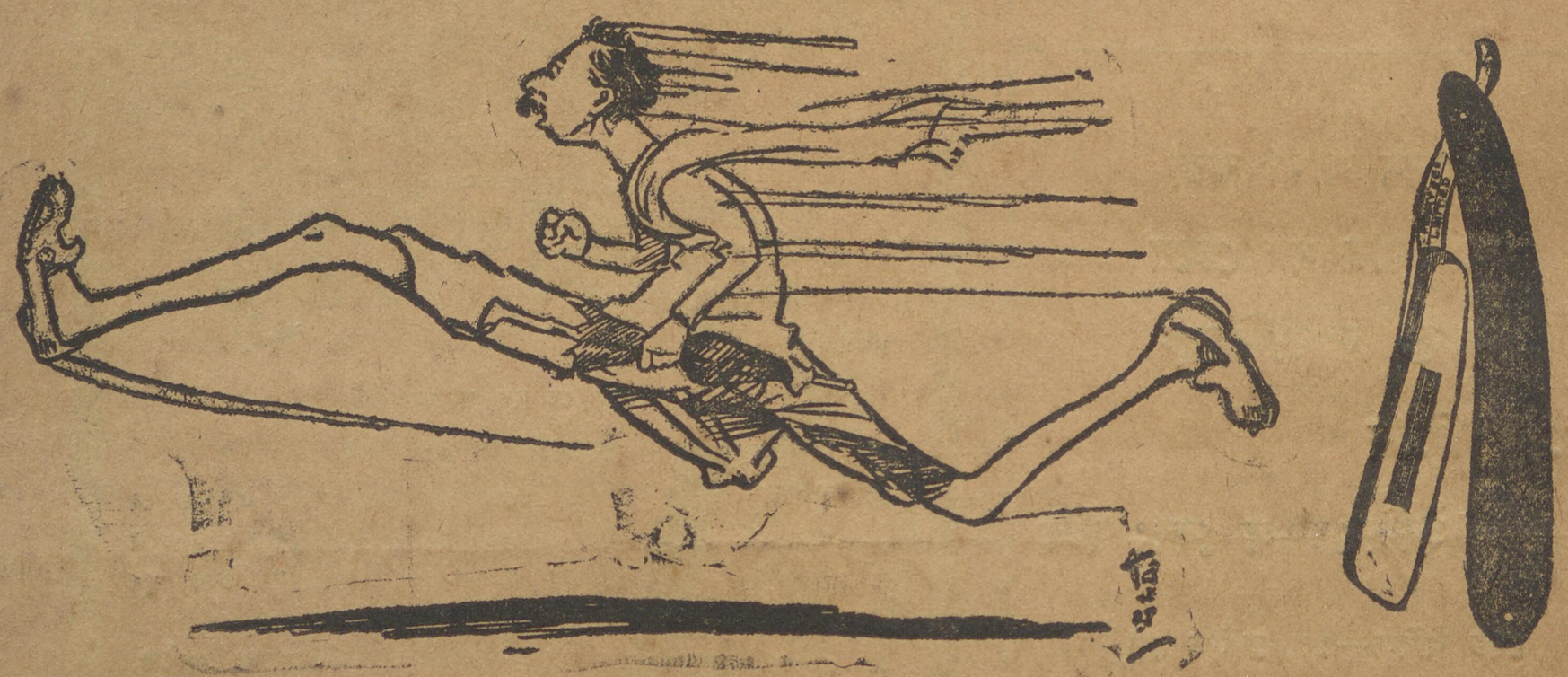

অস্ত্র—কোথা যাও বীর! হইয়া অস্থির
ফেলিয়া তোমার অস্ত্র—
পুরুষানুক্রমে যার পরাক্রমে
জোটালে অন্ন বস্ত্র?
বীর—স্বাধীনতা যথা পাব, সেখানে চলিয়া যাব
আকর্ষণ রাখিব না কিছু,
বাঁধিও না মমতায়, বিদায়! বিদায়!! ভাই!
মিছামিছি ছুটিও না পিছু।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

জীবন বীমা করা

আপনার সব চেয়ে

বড় দায়িত্ব

মেট্রোপলিটন

ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ

হেড অফিস—১১, ক্লাইভ রো

ক লি কা তা

এজেণ্ট চাই

জঙ্গীপুরের পল্লী অঞ্চলের জন্য

অনুসন্ধান করুন।

শ্রীদুঃখভঞ্জন সান্যাল।

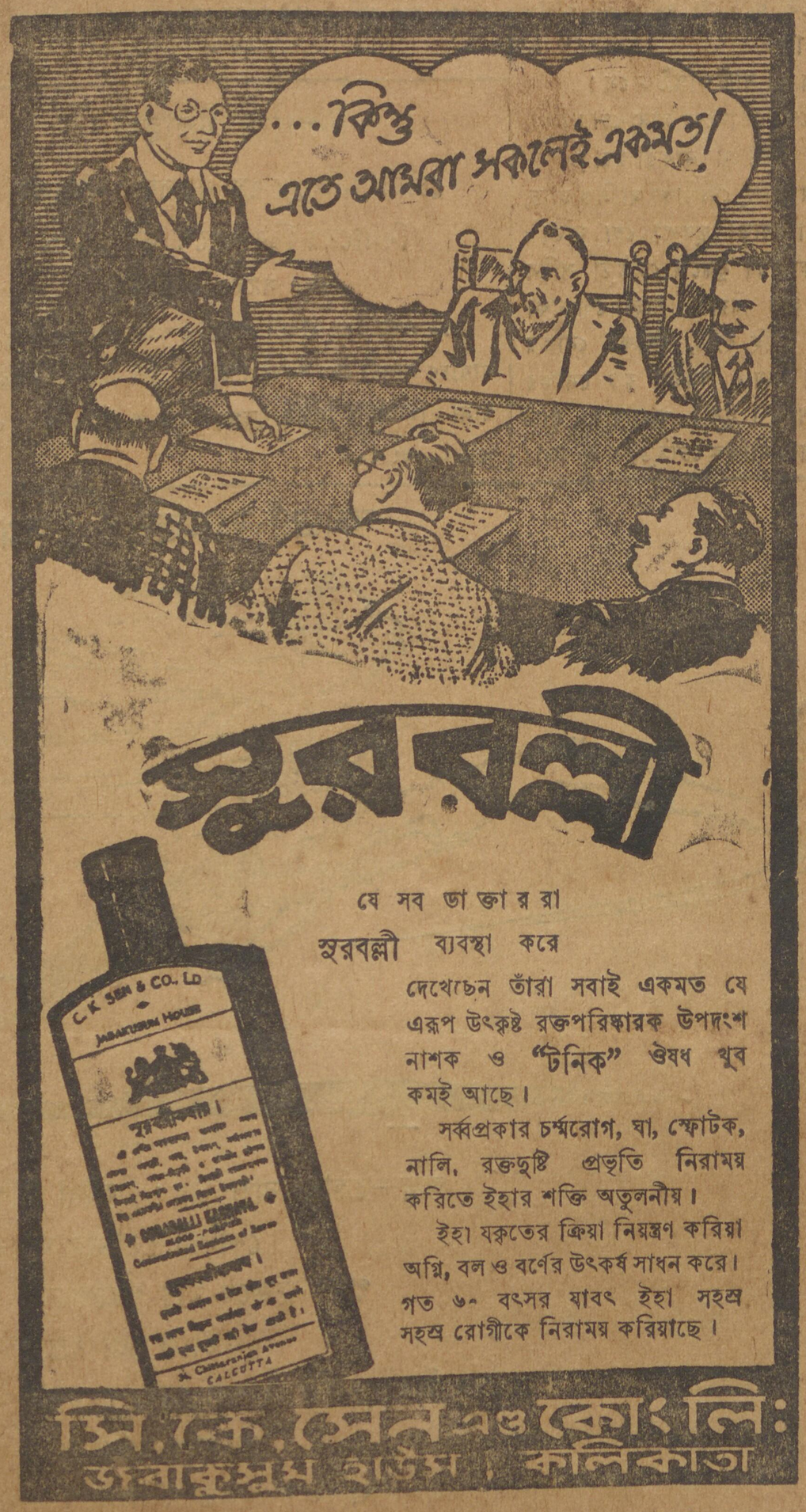

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত